RNI NO.WBBEN/2023/87806
EDITOR - ISRAIL MALLICK
● Mobile - 9434566498

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Vol-3 ● Issue- 16
● Bardhaman
● 30 January 2026 ● Rs. 2.00
(Four Pages)

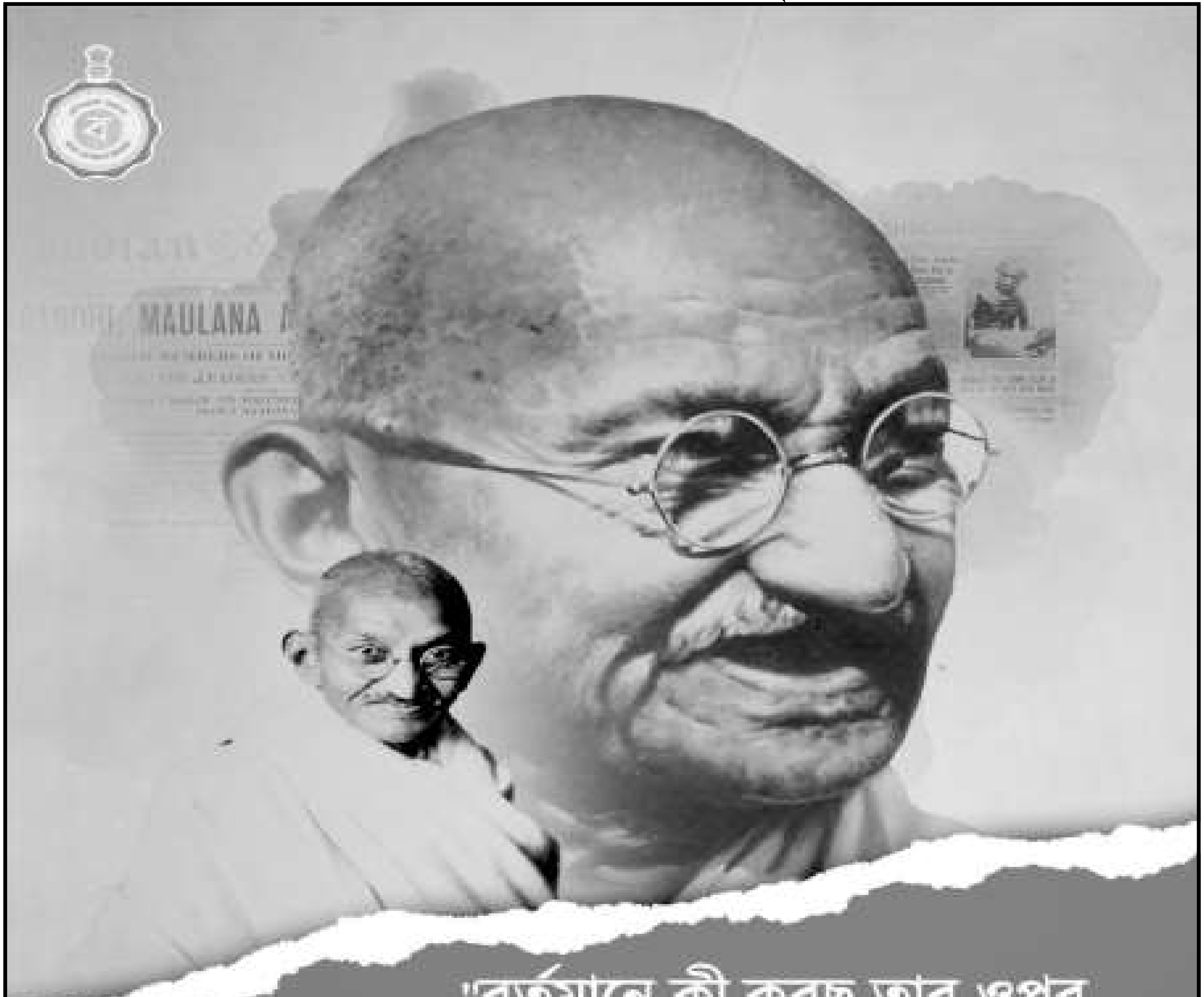

R.O. No. 42(27)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date.29.01.2026

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 16 ● 30 January 2026

সেমিস্টারের গেরো

স্কুলে এখন এগারো ও বারো ক্লাসে চালু হয়েছে সেমিস্টার পদ্ধতি। প্রতি ছ'মাস অন্তর পরীক্ষা। কিন্তু বাস্তবে ছেলে মেয়েরা পড়াশোনার জন্য আদৌ ছ'মাস সময় পাচ্ছে কি ? প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা দেওয়ার পর চার মাস পরেই দেখতে দেখতে দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা চলে আসছে। তার ওপর আবার সিলেবাসের ব্যাপক চাপ।চল্লিশ নম্বরের পরীক্ষার জন্য একশো নম্বরের সিলেবাস ! সময় কিন্তু মেরে কেটে চার মাস।এগারো ক্লাসের অনেক ছাত্র ছাত্রী তো ইতিহাস কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পুরো বইয়ের পাতা ওল্টানোর সময় পাই নি। পড়া তো দূরের কথা, সিলেবাসটাই তাদের ঠিক মতো জানা হয়ে উঠলো না। তার আগেই এসে গেল পরীক্ষা।এগারো ক্লাসের ইংরেজি সিলেবাসের অবস্থাও একই রকম।ছেলে মেয়েদের যেন রাতারাতি পন্ডিত বানানোর পরিকল্পনা। মাত্র তিন চার মাসের মধ্যে কি শেষ করা যায় এত বিশাল সিলেবাস।সিলেবাসটা কি আরও সংক্ষিপ্ত এবং আকর্ষণীয় করা যেত না ? সিলেবাস তৈরির ক্ষেত্রে এত উদাসীনতা কেন ? ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান,ইংরেজি,বাংলা সহ সব বিষয়েরই বিশাল সিলেবাস। সময় কিন্তু সংক্ষিপ্ত। এত অল্প সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা সত্যিই কষ্টকর।সেমিস্টার পদ্ধতি যেন হিতে বিপরীত হয়েছে। ছেলে মেয়েরা তো কিছুই শিখছে বলে মনে হচ্ছে না।সিলেবাস দেখেই ভয় পেয়ে যাচ্ছে।পড়বে কখন,বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই সময় শেষ।ছেলে মেয়েদের ওপর থেকে যদি চাপ কমানোই সেমিস্টার পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে অবিলম্বে সিলেবাসের চাপও কমানো দরকার।সিলেবাস হোক সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ। তাহলেই সফল হবে সেমিস্টার পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ধমান কোর্ট চত্বরে ২৩ জানুয়ারি নেতাজি মূর্তির পাদদেশে যথাযথ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রানি এ,পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শিপতাই ইনকা ক্লাবের পরিচালনায় সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে শনিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল অঙ্কন ও নৃত্য প্রতিযোগিতা।আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক,নৃত্য শিল্পী বুবুন ঘোষাল,দেবযানী ঘোষাল,সৌমিতা মালিক,চন্দ্রবিলাস মালিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সাধারণতন্ত্র দিবসে খানপুর পিএনবি'তে উঠলো না জাতীয় পতাকা !

নিজস্ব প্রতিবেদন - সময় হল না কারও ! ২৬ জানুয়ারি সোমবার সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারত সরকার অধিগৃহীত খানপুর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে উঠলো না জাতীয় পতাকা ! ছুটির দিন বলে কথা,বাড়ি থেকে কি আসা যায় ! ভারত সরকার দ্বারা অধিগৃহীত ব্যাংকের কর্মীদের কারও কি সময় হল না সাধারণতন্ত্র দিবসে ব্যাংকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার ? ব্যাঙ্কের কর্মীদের এরকম গা ছাড়া মনোভাব কেন ? উঠছে প্রশ্ন।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন - খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে শিপতাই হাইস্কুলে মনোরম পরিবেশে ১৮ জানুয়ারি,রবিবার অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।উদ্বোধক হিসেবে হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী মহম্মদ মাহমুদ, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন দশঘরা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক ড.তপন কুমার নন্দী,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শুধু সুন্দরবন চর্চা'র সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী, শিপতাই সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়,বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা আজ কাল পরশু'র সম্পাদক আদিত্য নারায়ণ চৌধুরী,বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিপতাই বিবেকানন্দ গ্রামীণ সেবা সংঘের সম্পাদক অধীর পাত্র,বিশিষ্ট সমাজসেবী শিবনাথ ধারা, সাহিত্যিক মনোমোহন দত্ত,চিত্র শিল্পী আশীষ চন্দ্র,শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক সেখ আদু,সুব্রত দাস,শিক্ষিকা মহুয়া ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উত্তরীয়,ব্যাচ এবং স্মারক দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী মহম্মদ মাহমুদ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী দিয়া দাস। অঙ্কন ও আলপনা প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল 'ফিরিয়ে দাও ছেলেবেলা' শীর্ষক আলোচনা সভা। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শুধু সুন্দরবন চর্চা'র সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী, শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় এবং দশঘরা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ড.তপন কুমার নন্দী। এছাড়াও ছিল বাংলা আধুনিক গান এবং আদিবাসী নাচ। সব শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। খবর সোজাসুজি আয়োজিত অনলাইন আবৃত্তি,সঙ্গীত,নৃত্য,রিলস, হাতের লেখা চিঠি ও সেলফি প্রতিযোগিতার পুরস্কারও এদিন দেওয়া হয়। সম্মানিত করা হয় এলাকার বিশেষ কিছু গুণী মানুষকে। অনুষ্ঠানে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী চৈতালি মল্লিক।

বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগেই ধনেখালি বিডিও অফিসে হেয়ারিংয়ে হাজির বর !

নিজস্ব প্রতিবেদন - নজিরবিহীন ঘটনা ধনেখালি বিডিও অফিসে। একরাস মন্ডলের রবিবার ছিল বিয়ের দিন। রবিবার দুপুরে

রবিবার ধনেখালি বিডিও অফিসে নোটিশ হাতে এসআইআর হেয়ারিংয়ে হাজির বিয়ের বর ! খাজুরদহ মেলেকি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাতানগড়িয়ার বাসিন্দা বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগেই বর সাজে সজ্জিত হয়ে বাতানগড় থেকে বরের গাড়িতে ধনেখালি বিডিও অফিসে শুনানি কেন্দ্রে সোজা হাজির হন একরাস।নামের বানান ভুল থাকার কারণে তাকে হেয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছিল বলে জানা গেছে।বিডিও অফিসে হেয়ারিংয়ে বরকে দেখে অবাক হয়ে যান অনেকেই,কেউ কেউ আবার বরের ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।বরকে দেখে হেয়ারিংয়ের লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিরা পথ ছেড়ে দেন,বরও বেজার মুখে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যান হেয়ারিং কক্ষের দিকে।বিয়ের পিঁড়িতে বসার দিন তাকে যে বিডিও অফিসে হেয়ারিংয়ে আসতে হবে তা তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি।নির্বাচন কমিশনের দৌলতে এ দিনটা তার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে সেকথা বলাই যায়।লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির নামে যেভাবে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা করেছেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

বাঁশের পুলে ঝুঁকির পারাপার

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি ব্লকের বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কনুইবাঁকা শীতলামাতা মন্দির সংলগ্ন ঝিমকি নদীর ওপর বিপজ্জনক বাঁশের পুল।ব্রিজটি পাকা করার দাবি এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের। কিন্তু ভোট আসে ভোট যায়,বাঁশের পুল আর পাকা হয় না।মেলে শুধু প্রতিশ্রুতির বন্যা। কনুইবাঁকা, আকিলপুর,জয়হরিপুর,ফতেপুর গ্রামের বহু মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ বাঁশের এই পুল দিয়েই পারাপার করেন। কনুইবাঁকা স্কুলের অনেক

ছাত্র ছাত্রীও এই পুল পার হয়েই স্কুলে যায়।ভোট এলেই আসে প্রতিশ্রুতি, কিন্তু পাকা ব্রিজ আর হয় না।বাঁশের পুল দিয়েই চলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত।

Vol-3, Issue-16
30 January 2026
KHABOR SOJASUJI

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় সীমা বাড়তে চলেছে !

অরিজিত চক্রবর্তী - রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় সীমা বাড়তে চলছে ।চলতি এসআইআর প্রক্রিয়ার শেষে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি এই তালিকা প্রকাশের কথা ছিল ।নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে,এই সময় সীমা কিছু দিন বাড়ানো হতে পারে ।সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আগামী মাসের ১৮ বা ১৯ তারিখে প্রকাশিত হতে পারে ।এসআইআর প্রক্রিয়ায় লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির কারণে এখনো বিপুল সংখ্যক ভোটারের শুনানি বাকি। পরিস্থিতি সামাল দিতে কমিশন শুনানি কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ঐ কেন্দ্রে শুনানি টেবিল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।শুনানির সময় তথ্য যাচাই বা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনে আরও দু হাজার মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে ।শুনানির পর সেগুলি কমিশনের সাইটে আপলোড করতে গিয়ে বিএলওরা জেরবার হচ্ছেন ।অন্যদিকে, কমিশনের নিত্য নতুন ফরমানে বিএলওরা দিশেহারা ।প্রতিদিনই সিইও অফিসের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ কর্মসূচি করছেন। চলছে অবস্থান সমাবেশ ।এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় নাম তোলার বিষয়ে দাবি ও আপত্তি সংক্রান্ত ৭ নম্বর ফর্ম জমা দেবার সময় সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে ।আগে ওই ফর্ম জমা দেবার শেষ তারিখ ছিল ১৫ জানুয়ারি ।বাড়িয়ে সেটি করা হয়১৯ জানুয়ারি। ৭ নম্বর ফর্ম জমা নিয়ে জেলায় জেলায় শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত ।তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপিকে ৭ নম্বর ফর্ম পূরণে সুবিধা করে দিতেই কমিশন এই সময় বাড়িয়েছে ।বিজেপি ঐ ফর্ম পূরণ করে অনেক জায়গাতেই জমা দিতে পারেনি ।এদিকে,১৯ জানুয়ারি ৭ নম্বর ফর্ম জমার শেষে শুরু হয়েছে দাবি ও আপত্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ফয়সালা করা ।আগে,এই কাজ শেষ করার সময় সীমা ছিল ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ৭ ফেব্রুয়ারি ।এই সময়ের মধ্যেই রাজ্যে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলোর পুনর্বিন্যাস ও ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে। বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারের হার বাড়াতে কমিশন এবার ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষপাতী ।এই কারণে কমিশন বহুতল আবাসনে ভোট কেন্দ্র করতে চায়। রাজ্যের সাত জেলা থেকে কমিশন ৬৯টি বহুতল ভবনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র করার প্রস্তাব পেয়েছে ।প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী এই বার বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ৮১ হাজারের কাছাকাছি ভোট কেন্দ্র হতে পারে ।এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নতুন নির্দেশে নানা জায়গায় বাদ যাওয়া ভোটারদের তালিকা টাঙাতে হচ্ছে কমিশনকে। শুনানির সময় ভোটারের জমা দেয়া নথির রসিদ দিতে হচ্ছে ।কমিশনের এক কর্তার মতে,৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বকেয়া কাজ সম্পূর্ণ করা কার্যত অসম্ভব ।ওই সময়ের পর ভোটার তালিকা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে স্ক্রুটিনির জন্য পাঠানো হবে ।কমিশন ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করে সবুজ সংকেত দিলে ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ।কিন্তু এখানেই তৈরি হয়েছে সংশয় ।কমিশনের এক কর্তার মতে, খসড়া তালিকা থেকে দাবি ও আপত্তি জানানোর মতো প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন সময় বাড়ানো হয়েছে,চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়ও বেশিদিন না হলেও চার পাঁচ দিন আরও বাড়ানো হবে ।বিপুল সংখ্যক বকেয়া কাজ শেষ করতেই কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিতে চলছে বলে অন্দরের খবর ।যার ঘোষণা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

মধুচক্রের আসরে পুলিশের হানা,ধৃত ১৩

নিজস্ব সংবাদদাতা - বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বহরমপুর থানার চুয়াপুরে ব্লিস হোটেলে হানা দিয়ে অবৈধ যৌন ব্যবসা চালানোর অভিযোগে হোটেল মালিক, ম্যানেজার সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ।ধৃতরা হল সৌভিক ঘোষ(২৩)নদীয়া,সৌমেন মন্ডল(৩০),প্রভাত চক্রবর্তী(৩৪) চম্পা মন্ডল(৪০),বহরমপুর ।উদ্ধার করা হয়েছে এক মহিলাকে।

মঙ্গলবারও বহরমপুর থানার মেডিকেল কলেজের বিপরীতে স্বর্ণময়ীর কাছে সাগর হোটেলে হানা দিয়ে অবৈধ যৌন ব্যবসা চালানোর অভিযোগে হোটেল মালিক,ম্যানেজার সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ।উদ্ধার করা হয়েছে একজন নাবালিকা সহ ৩ মহিলাকে ।ধৃতরা হল অভিষেক মিশ্র (৩৫), বহরমপুর, অপূর্ব মন্ডল (২৯), জলঙ্গী,সুখচাঁদ সেখ (২৯), বেলডাঙা, মতিবুর সেখ (২২), নদীয়া এবং সন্দীপ রায়(২৬), সালার ।গত রবিবারও বহরমপুর থানার গির্জা মোড়ে সব্যসাচী গেষ্ট হাউসে হানা দিয়ে অবৈধ যৌন ব্যবসা চালানোর অভিযোগে গেষ্ট হাউসের মালিক,ম্যানেজার সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ।উদ্ধার করা হয়েছে ২ মহিলাকে ।ধৃতরা হল বিশ্বজিৎ দে (৫৬), বহরমপুর, অসিত ঘোষ (৪৬),জিয়াগঞ্জ,সেনাউল হোসেন (৪৭), মালদা এবং বিশ্বরুপ হাজরা (৩৫), বর্ধমান ।ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সংঘের তৃতীয় ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা - কলকাতার মানিকতলায় নরেশ ভবনে গত ২৪ জানুয়ারি শনিবার সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সঙ্ঘের তৃতীয় ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন ।উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্ক শেখর দে,রাষ্ট্রীয় রাজ্য

(এরপর চারের পাতায়)

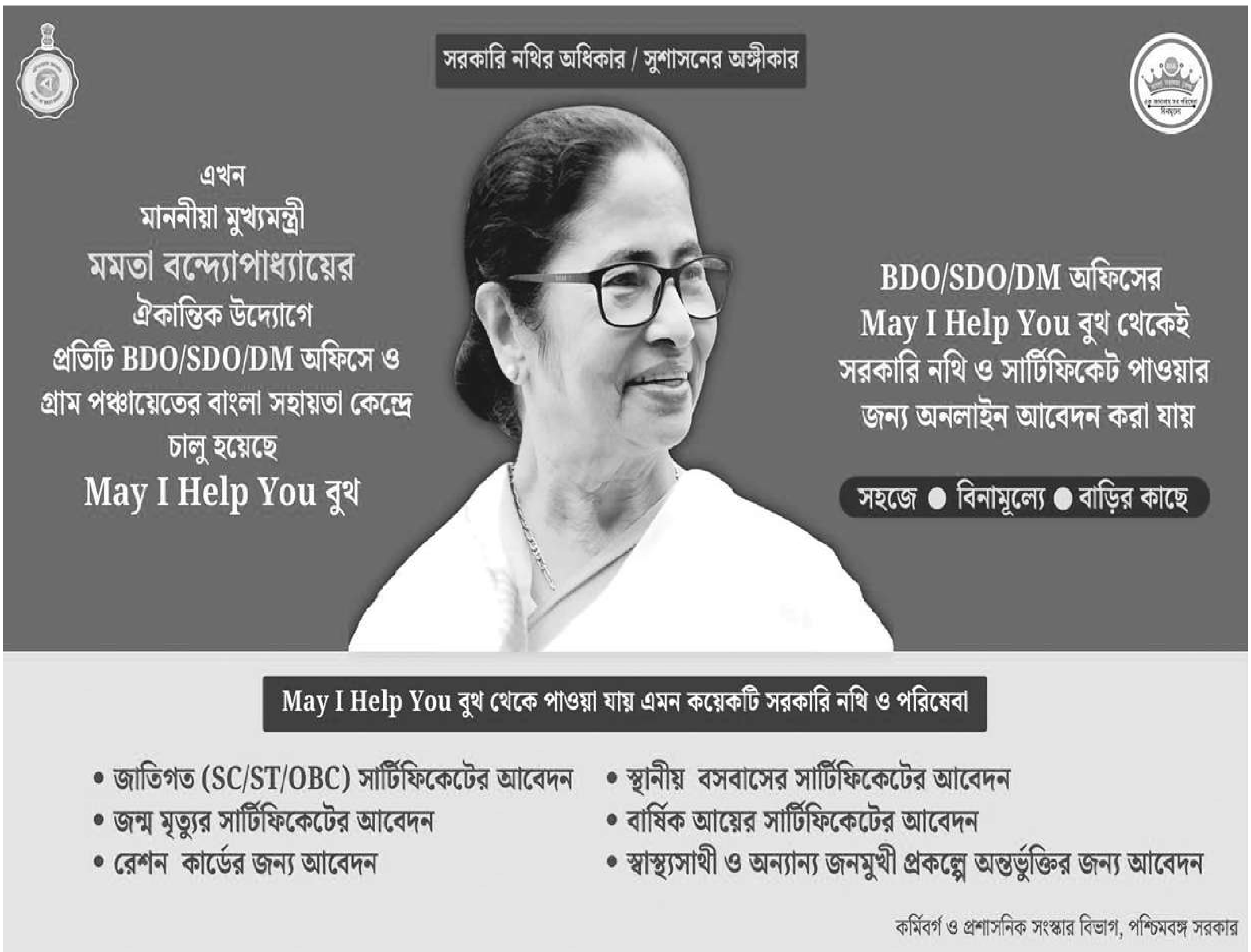

R.O. Number: 43 (24)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date.29.01.2026

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

(প্রথম পাতার পর)

রাজ্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সংঘের

কর্মচারী মহাসঙ্ঘের কার্যকারী সভাপতি শঙ্কর দেব (ত্রিপুরা) ও রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসঙ্ঘের মহামন্ত্রী রাজেন্দ্র কুমার শ্রীবাস্তব, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ,পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক প্রণব দত্ত ।প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ভারতমাতা, বিশ্বকর্মা ও দত্তোপন্থ ঠেংড়িজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সমবেত রাষ্ট্রগীত বন্দেমাতরম গেয়ে দেশমাতা'কে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্ক শেখর দে। একে একে বক্তব্য রাখেন আগত অতিথিরা ।প্রত্যেকেই সঙ্ঘের আদর্শ ও রাষ্ট্রঋষি দত্তোপন্থ ঠেংরিজীর আদর্শ ও বাণী অনুসরণ করার কথা বলেন। রাজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রহিত প্রদেশহিত ও কর্মচারীহিতের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রকৃত বৈভব অর্থাৎ উন্নয়ন সম্ভব এই কথা স্মরণ করিয়ে দেন ।বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা কেন্দ্রীয় হারে প্রদানের ও তৎসহ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদানের দাবী তোলা হয় ।সমগ্র দেশজুড়ে সমপদে সমবেতন ও অবসরের বয়স এক সমান (৬২ বছর) করার দাবী সহ শুন্য পদে চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারীদের স্থায়ী করণের দাবি তোলা হয় সম্মেলনের মধ্য থেকে। আগামী তিন বৎসরের জন্য নতুন কার্যানির্বাহী সমিতি বেছে নেওয়া হয় ।অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন অনুপম সরকার ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন আসিষ চট্টোপাধ্যায়। ভারত মাতার জয়ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

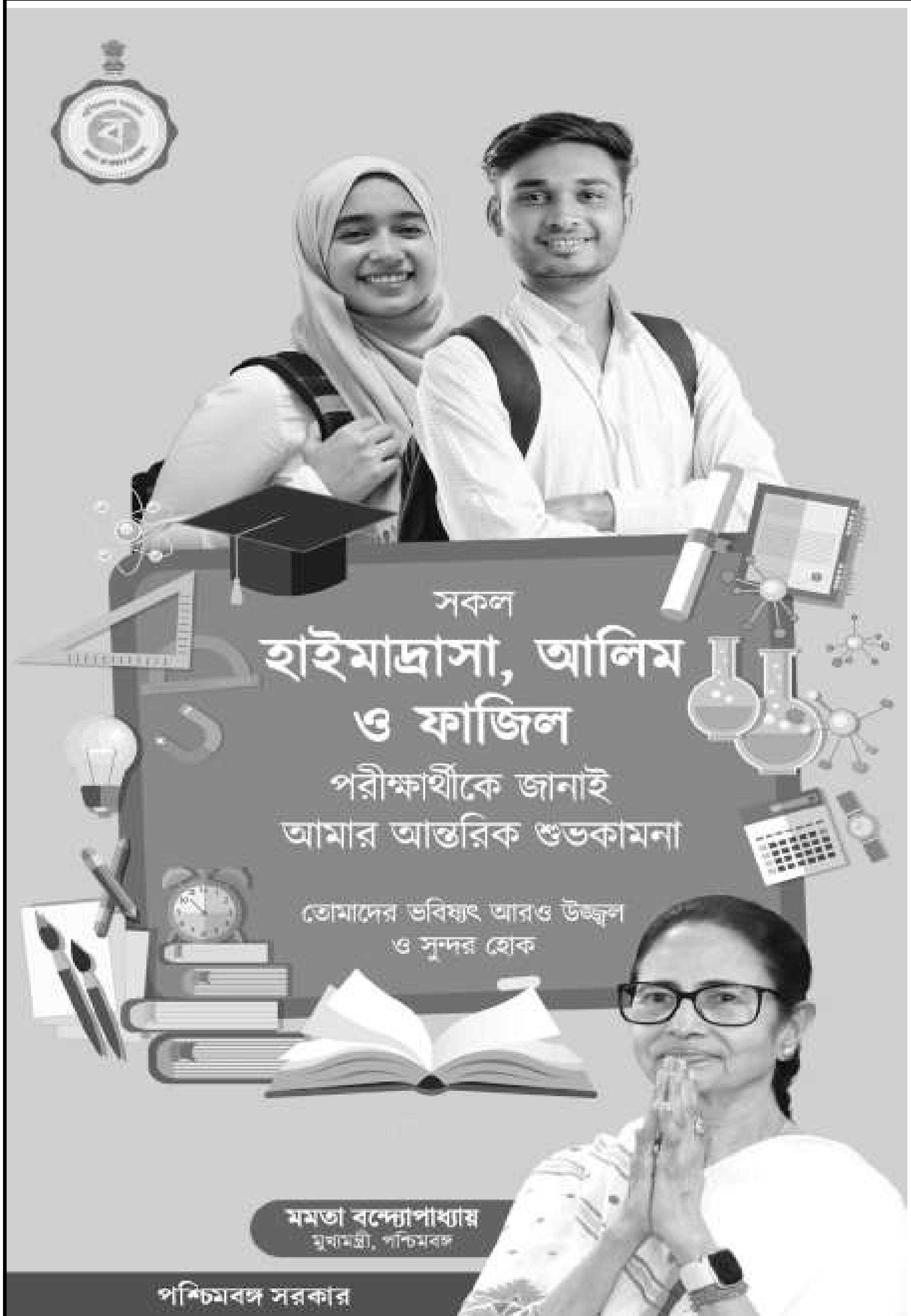

R.O. No. 44(27)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date.29.01.2026

এক নজরে

● "একদিকে নোট বন্দি করেছো, আর এখন করছো ভোট বন্দী। জেনে রেখে দাও, তোমাদের জনগণ একদিন জনগণের আদালতে বন্দী করবে। আর সেদিন তোমরা পিঠে পোস্টার লাগিয়ে বলবে,অ ামি বিজেপি করি না,আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না। সেই দিন আসছে", সিঙ্গুরের প্রশাসনিক সভা থেকে বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● ৪ মাস বেতনহীন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর এনএসকিউএফ ভোকেশনাল ট্রেনাররা ।নেই চাকরির নিশ্চয়তা,নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো। গত ১২ বছরে এক টাকাও বাড়েনি বেতন, অভিযোগ।

● এসআইআর নথি হিসেবে গণ্য করতে হবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড,প্রকাশ করতে হবে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র তালিকা,নথি জমা দিলে দিতে হবে রসিদ,নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

● ন্যাশনাল স্কুল গেমসে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করল জৌগ্রাম হাইস্কুলের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র চন্দন সরকার।

● বিমান দুর্ঘটনায় মৃত মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার।

● খানপুর নিউ সান ক্লাবের উদ্যোগে যথাযথ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে ২৬ জানুয়ারি সোমবার ক্লাব প্রাঙ্গণে পালিত হল সাধারণতন্ত্র দিবস ।জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন খানপুর নিউ সান ক্লাবের সেক্রেটারি ইসরাইল মল্লিক। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি অনিল দাস,উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম সদস্য সিদ্ধেশ্বর দত্ত,সহ সভাপতি দীপঙ্কর ঘোড়ুই,ক্লাবের সদস্য পুস্পেন মাল,পলাশ মাল,শম্বা সরেন,বারিদবরণ দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and printing press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103